দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 OCT 2007

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। গত এক সেশনে বেড়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। বিদেশী শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে। এদের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ। তবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়েছে প্রায় ৪৩ শতাংশ। পৃঃ ১১ঃ কঃ ৪

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সমাধান হলে এই সংখ্যা আরো বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০০৫-০৬ সেশনে ১১টিতে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৪ জন। যা আগের সেশনের চেয়ে ৫৯ জন বেশী। অন্যদিকে ৫৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০০৫-০৬ সেশনে ২৫টিতে বিদেশী শিক্ষার্থী পড়ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বিদেশী শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬৯৫ জন। যা পূর্বের সেশনের চেয়ে ২০৮ জন বেশী।

ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৫-০৬ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ২২ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ জন, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ জন, রাজশাহী প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন বিদেশী শিক্ষার্থী পড়ছে। এর আগের সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৮ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ২৫ জন করে, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন করে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন করে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থেকে কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক সেশনেই অর্ধশতাধিক বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত করতে পারলে বিদেশী শিক্ষার্থী সংখ্যা আরো বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০০৪-০৫ সেশনে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল ৪৮৭ জন। এদের মধ্যে ৩৫ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম-এর বিদেশী শিক্ষার্থী সংখ্যাই ৩৮৭ জন। এছাড়া নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটিতে ৪২ জন, গণবিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ জন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ৭ জন, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ জন, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ৪ জন, এটিভি ইউনিভার্সিটি ও ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে ৩ জন করে, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া ও ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সাইন্সে ২ জন করে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল। এছাড়া ১ জন করে বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, সিটি ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, সান্তমারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে। তবে মাত্র এক বছরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়লেও স্টামফোর্ড ও উত্তরা ইউনিভার্সিটি বিদেশী ছাত্র শূন্য হয়ে যায়। মাত্র এই এক সেশনে ২৫ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮৭ থেকে ৬৯৫তে উন্নীত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিক্ষার্থী বেড়েছে ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেশনে বিদেশী শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে ৮৯ জন। গত সেশন থেকে ২০০৫-০৬ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৮৭ জন থেকে বেড়ে ৪৭৬ জন হয়েছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে এটিভি ইউনিভার্সিটি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র এক বছরে ৩ জন থেকে ৫৩ জনে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ২ জন, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি ১ জন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি ১ জন এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজিতে ৯ জন বিদেশী শিক্ষার্থী নতুন করে ভর্তি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বিদেশী শিক্ষার্থী বৃদ্ধির বিষয়ে বলেন, নো ডাউট দেশে অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তবে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও নিশ্চিত হয়নি। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষা উপকরণ অন্য দেশের চেয়ে অনেক সহজলভ্য। এজন্যই বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে আসছে। শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে পারলে বিদেশী শিক্ষার্থীরা আরো বেশি আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।